প্রতিবেশীর হক

03/08/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا رَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

نَوَيۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার (জন্য) সুপারিশ (করা) আমার বদান্যতার দায়িত্ব হবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, ১ম অংশ, হাদীস নংঃ ২২৩৬)

শাফি ও নাফি হো তুম, কাফি ও ওয়াফি হো তুম,
দরদ কো কর দো দাওয়া, তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الۡمُؤۡمِنِ خَيۡرٌ مِنۡ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "উয়ুনূল হিকায়াত" এর ২য় খন্ডের ২৪০ নং পৃষ্ঠায় একটি খুবই শিক্ষণীয় ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে; আসুন! আমরাও মনোযোগ সহকারে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি: যেমনিভাবে-

হাতেম তাইয়ের দানশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা মিলহান তায়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত: হাতেম তাইয়ের স্ত্রী তার দানশীলতার একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: একদা সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ঐ সময় একেবারে শষ্য উৎপাদন হয়নি, আসমান থেকে সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয়নি। উটগুলো সারা দিন পানির সন্ধানে ঘুরাঘুরি করতঃ কিন্তু একটি ফোটা পানিও তাদের নসীব হতো না। প্রত্যেক প্রাণী ক্ষুধা এবং পিপাসায় অস্থির ছিলো। এক রাতে বেশি পরিমাণে ঠান্ডা পড়েছিলো এবং আমার ঘরে খাওয়ার

জন্য একটি লোকমা খাবারও ছিলো না। আমাদের সন্তান আব্দুল্লাহ্, আদী এবং (একমাত্র কন্যা) সিফ্ফানা ক্ষুধায় ছটফট করছিলো। অবশেষে দীর্ঘ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে দুই ছেলে ঘুমিয়ে পড়লো, আমি তাদেরকে একটি চাটাইয়ে শুয়ায়ে দিলাম। অতঃপর তৃতীয় জনকে ভুলাতে লাগলাম অবশেষে সেও ঘুমিয়ে পড়লো। হাতেম তাই বললো: আজ আমি জানি না আমার কেন ঘুম আসছে না? অতঃপর তিনি এদিক সেদিক টহল দিতে লাগলো। হঠাৎ আমাদের ঘরের বাহিরে কারও আওয়াজ শুনা গেলো। হাতেম তাই উচ্চ আওয়াজে বললো: কে? কিন্তু কেউ উত্তর দেয়নি। আমি বাহিরে গেলাম এবং অবস্থার খবরাখবর নিয়ে ফিরে আসলাম এবং হাতেম তাইকে বললাম: আপনার অমুক প্রতিবেশীনী। এই কঠিন সময়ে আপনি ছাড়া অন্য কেউ তার দৃষ্টিতে পড়েনি, যার কাছে সে আশ্রয় নিবে। নিজের ক্ষুধার্ত বাচ্চাকে আপনার কাছে এনেছে। তার ক্ষুধায় এমনভাবে ছটফট করছে যেমন কোন প্রাণীর বাচ্চা চিৎকার করে থাকে। এটা শুনে হাতেম তাই বললো: তাদেরকে তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে আসো, আমি বললাম: আমাদের নিজেদের সন্তান ক্ষুধায় মরছে, তাদেরকে দেয়ার জন্য আমাদের কাছে কোন কিছু নেই, আর অমুক প্রতিবেশী এবং তাদের সন্তানকে আমরা কিভাবে সাহায্য করবো? হাতেম তাই বললো: চুপ থাকো! **আল্লাহ্ তায়ালা** অবশ্যই তোমাদের এবং তাদের সকলের পেট ভর্তি করে দিবেন। যাও! তাড়াতাড়ি সেই দুঃখী মাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে আসো। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসলাম। সেই গরীব মহিলা দুইটি সন্তান তার কোলের মধ্যে উঠানো ছিলো এবং ৪টি সন্তান তার পিছনে আসছিলো। হাতেম তাই তাদেরকে কক্ষের মধ্যে বসালেন এবং নিজের একটি মোটাতাজা প্রাণী যবেহ করে আগুন জ্বালালেন, যখন আগুনের শিখা উঠতে লাগলো, তখন ছুরি নিয়ে সেটার চামড়া তুলে ফেললো। অতঃপর ঐ মহিলার দিকে ছুরি বাড়িয়ে বললো: খাও! এবং নিজের সন্তানদেরকেও খাওয়াও, অতঃপর আমাকে বললো: তুমিও খাও এবং সন্তানদেরকেও জাগ্রত করে দাও, যেন তারাও তাদের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। আমাদের প্রতিবেশীনী অল্প অল্প করে মাংস খাচ্ছিলো, তার সংকোচ বোধ লক্ষ্য করে হাতেম তাই বললো: কতই মন্দ কথা যে, তোমরা আমাদের মেহমান হয়ে অল্প অল্প করে খাচ্ছো। এটা বলে সে আমাদের কাছে টহল দিতে লাগলো, আমরা সবাই

www.dawateislami.net

খাবারের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম এবং হাতেম তাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলো এবং আমরা খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছি। কিন্তু **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! হাতেম তাই একটি মাংসের টুকরা পর্যন্ত খায়নি। অথচ তিনি আমাদের সবার চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত ছিলেন। সকালে জমিনে হাড্ডি এবং পায়ের গোড়ালি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিলো না।

(উয়ুনূল হিকায়াত, ২/২৪০, সারাংশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত উপদেশ মূলক ঘটনা থেকে কয়েকটি মাদানী ফুল আমাদের জানা হয়ে গেছে, উদাহরণস্বরূপ:- পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা এবং তাদের কষ্টের অনুভূতি কি পরিমাণ ভরা ছিলো। হাতেম তাই যাকে জাহেলী যুগে দানশীলতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ মনে করা হতো। বিশেষ করে তার প্রতিবেশীদের উপর অনেক দয়ালু ছিলো। তার সত্যিকারের মঙ্গল কামনা এবং অভাবী প্রতিবেশীদের তিনি আশ্রয়স্থল ছিলো। যখন তার প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ কষ্টে পতিত হতো, তখন তার রাতের ঘুম চলে যেতো এবং তার উপর ব্যাকুল অবস্থা জারী হতো। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেলো, প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করা প্রাচীন যুগ হতে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। অতঃপর যখন ইসলামের সূর্য উদিত হলো, তখন এই আন্তর্জাতিক ধর্ম এবং বান্দার অধিকারের সবচেয়ে বড় পতাকাধারী ধর্ম প্রতিবেশীর অধিকার সমূহের গুরুত্ব আরো অনেক বাড়িয়ে দিলো। অতএব ইসলাম ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীরা, **আল্লাহ্ তায়ালার** বিধিবিধানের সামনে মাথা নতকারীরা, **মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকগণ তাদের কথাবার্তা, কাজ-কর্মের মাধ্যমে প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করা এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার সেই মহান উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে, যাদের দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া কঠিন।

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণের উপর একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনে নিই এবং উপদেশের মাদানী ফুল গ্রহণ করি; যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

একজন প্রতিবেশীর তাওবা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন রজাআ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: কুফায় ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রতিবেশীর মধ্যে একজন মুচী থাকতো। যে সারা দিন পরিশ্রম করতো এবং রাতে ঘরের মধ্যে মাছ অথবা (কোন প্রাণীর) মাংস নিয়ে আসতো, অতঃপর সেগুলো বুনে খেতো। এর পর মদ পান করতো। যখন মদের নেশায় মাতাল হয়ে যেতো, তখন খুব চিৎকার করতো। এভাবে গভীর রাত পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকতো, এমন কি তার ঘুম চলে আসতো। কোটি কোটি হানাফীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর সেই চিৎকারের কারণে সীমাহীন কষ্ট হতো। কিন্তু তিনি সারারাত নামাযের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। এক রাতে সেই প্রতিবেশী মুচীর আওয়াজ শুনেন নাই, সকাল বেলা তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো; রাতে সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে আর সে জেলখানায়। ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ফজরের নামায আদায় করলেন এবং তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করে খলীফার কাছে গেলেন, আর নিজের আসার খবরটা খলীফার কাছে পাঠালেন। খলীফা হুকুম দিলেন, তাঁর বাহনের লাগাম ধরে অত্যন্ত সম্মানের সাথে শাহী গালিচা পর্যন্ত নিয়ে আসো এবং তাঁকে বাহন হতে অবতরণ করতে দিবে না। সিপাহীরা সেভাবেই করলো। খলীফা জিজ্ঞাসা করলো: কি হুকুম? তিনি বললেন: আমার একজন প্রতিবেশী মুচী ছিলো, যাকে গত রাতে সিপাহীরা গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে, তার মুক্তির হুকুম দিন। খলীফা আদেশ জারী করলো যে, ঐ মুচীকে তাড়াতাড়ি মুক্ত করে দাও এবং ঐসব কয়েদীদেরকেও মুক্ত করে দাও যাদেরকে আজকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। অতএব সকলকে মুক্ত করে দেয়া হলো।

অতঃপর ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বাহনের উপর আরোহণ করে পথ চলা শুরু করলেন। সেই প্রতিবেশী তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলো, তখন ইমাম আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: হে যুবক! আমি কি তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছি? সে আরয করলো: না বরং আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার জন্য সুপারিশ করেছেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুক।

কেননা, আপনি প্রতিবেশীর সম্মান এবং অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পরে সেই ব্যক্তি তাওবা করে নিলো এবং গুনাহ থেকে ফিরে আসলো।

(মানাকিবে ইমাম আযম, ২২৪,২২৫ পৃষ্ঠা)

খাইর খাওয়াহ হাম ভী পড়ুসি কে বনি, ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা! ফরমায়িয়ে।
নেয়ামতে আখলাক কর দিজিয়ে আতা, ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা! ফরমায়িয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের ইমাম আযম আবু হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতিবেশীদের সাথে কি ধরণের উত্তম আচরণ করতেন। এটা সত্ত্বেও যে, তাঁর প্রতিবেশী মদের নেশায় মাতাল হয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর ইবাদতের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টির কারণ হতো। কিন্তু উৎসর্গ হোন যে, যুগের এতো বড় ইমাম হয়েও তিনি তাঁর প্রতিবেশীর সেই কষ্টদায়ক কাজের উপর ইটের জাবাব পাথর দ্বারা দেয়া অথবা কোন ধরণের মন্দ আচরণ করার স্থলে ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং বারবার ক্ষমা করছিলেন। এমনকি সেই প্রতিবেশীকে কোন অপরাধের কারণে গ্রেফতার করা হয়েছিলো, তখন তাঁর কাছে এই সুযোগ ছিলো যে, তার বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়া অথবা সেই সময়ের খলীফার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাকে শাস্তি দেয়া। কিন্তু তিনি সেই রকম কোন কিছু করেননি। বরং প্রতিবেশীর হক আদায় করতে গিয়ে সেই সময়ের খলীফার কাছে গিয়ে তার জন্য বৈধ সুপারিশ করে তাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর সেই উত্তম আচরণ তার (প্রতিবেশীর) অন্তরে এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে তার পূর্বের সকল গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করলো এবং সব সময়ের জন্য গুনাহ থেকে ফিরে আসলো।

হে ধুম চারো তরফ সাখা কী, ভরী হে ঝুলী হার এক গদা কী,
আ'তা হো মুঝ কো ভী তাইবা কা গম, ইমামে আযম আবু হানীফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে যদি কোন কষ্ট পৌঁছে যায়, তখন আমাদের আবেগের বশবর্তী হয়ে তার সাথে ঝগড়া এবং মারামারি করা, তার বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান করা অথবা তার কোন প্রকারের ক্ষতি করার স্থলে ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা, প্রতিবেশীর কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার বরকতে মানুষ **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রিয় বান্দা হয়ে যায়। যেমনিভাবে-

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সর্দার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেসব লোকদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালা** ভালবাসেন তন্মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত, যার মন্দ প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয় তখন সে ঐ কষ্ট প্রদানের উপর ধৈর্যধারণ করে এমনকি **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জীবন অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে এর সমাপ্তি করেন (ঘটান)।" **(মু'জাম কবীর, ২/১৫২, হাদীস নং: ১৬৩৭)**

প্রতিবেশীর হক কী?

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: মনে রাখবেন! প্রতিবেশীর হক শুধুমাত্র এটা নয় যে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা যায়। বরং প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট সমূহ সহ্য করাও প্রতিবেশীর হকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কেননা, এমনও হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না এবং সেও এর বিনিময়ে তাকে কষ্ট দেয় না। অথচ সেইভাবে প্রতিবেশীর হক আদায় হয় না। সেজন্য শুধুমাত্র কষ্ট সহ্য করার উপর যথেষ্ট মনে করবে না, বরং জরুরী হলো; তার সাথে নম্র এবং উত্তম আচরণ করবে।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, কিতাবু আদাবিল উলফতি...... শেষ পর্যন্ত, ২/২৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত, নিজেদের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা। যদি তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, উদাহরণস্বরূপ- তাদের সন্তান হারিয়ে যায়, তার ঘরে চুরি অথবা ডাকাতি হয়, ঘর অথবা ছাদ পড়ে যায়, আগুন লেগে যায় অথবা ফাটল ধরে, মিথ্যা মামলা এই ধরণের সমস্যা দ্বারা নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন আমাদের তৎক্ষণাৎ আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের প্রয়োজন পূরণ করে সেই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা উচিত। কেননা, প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করা এমন উত্তম আমল যে, যার শিক্ষা স্বয়ং আমাদের দয়ালু

www.dawateislami.net

প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে ইরশাদ করেছেন। যেমনিভাবে- ৫ম পারার সূরা নিসা'র ৩৬নং আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালার** বাণী:

وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔـا وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡيَتٰمٰی وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَمَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۙ﴿۳۶﴾

(পারা: ৫, সূরা: নিসা, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ্**র বন্দেগী করো এবং তাঁর শরীক কাউকেও দাঁড় করাবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজনগণ, এতিমগণ, অভাবগ্রস্থগণ, নিকট প্রতিবেশীগণ, দূর প্রতিবেশীগণ, করটের সঙ্গী, পথচারী এবং আপন দাস-দাসীদের সাথেও। নিশ্চয়ই **আল্লাহ্**র পছন্দ হয় না কোন দাম্ভিক, আত্ম-গৌরবকারী।

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে আহমদিয়াতে বর্ণিত রয়েছে: নিকটতম প্রতিবেশী দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য, যাদের ঘর নিজের ঘরের সাথে লাগানো এবং দূরবর্তী প্রতিবেশী দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য, যা একই মহল্লার অধিবাসী কিন্তু তাদের ঘর নিজের ঘরের সাথে লাগানো নয়। অথবা যারা প্রতিবেশীও এবং আত্মীয়ও তারাই হলো নিকটতম প্রতিবেশী। আর যারা শুধুমাত্র প্রতিবেশী, আত্মীয় নয় তারা দূরবর্তী প্রতিবেশী অথবা যারা প্রতিবেশীও হবে এবং মুসলমানও হবে তারাই হলো নিকটতম প্রতিবেশী আর যারা শুধুমাত্র প্রতিবেশী হবে মুসলমান না হয়, তারাই হলো দূরবর্তী প্রতিবেশী। (তাফসীরে আহমদিয়া, আন্ নিসা, ৩৬নং আয়াতের অধীনে, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ইসলাম কতই উত্তম ধর্ম যে, যা না শুধুমাত্র আমাদেরকে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণের শিক্ষা দেয় বরং এও শিখায় যে, আমাদের নিকটতম ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে কি ধরণের আচরণ করা উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন শরীফ ছাড়াও বরকতময় হাদীসের মধ্যেও অধিক পরিমাণে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের হক সমূহ আদায় করার মানসিকতা দেয়া হয়েছে। আসুন! এ

বিষয়ে একটি অত্যন্ত প্রিয় পবিত্র হাদীস শুনে নিই এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল সমূহ আমাদের অন্তরের পুষ্পধারায় সাজানোর চেষ্টা করি। যেমনিভাবে-

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের জানা আছে যে, প্রতিবেশীর হক কি?" (অতঃপর নিজেই ইরশাদ করেন) যখন তারা তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইবে, তখন সাহায্য করবে এবং যখন কর্জ চায় তখন কর্জ দিবে। আর যখন মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাকে দান করবে। যখন অসুস্থ হয়, তখন সেবা করবে। যখন সফলতা লাভ হয়, তখন ধন্যবাদ দাও। যখন বিপদগ্রস্থ হয়, তখন তার জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করো। মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযার সাথে যাও। অনুমতি ছাড়া নিজের উচ্চ দালান নিমার্ণ করিও না, যাতে তার বাতাস বন্ধ হয়ে যায় এবং তোমার ডেকসি দ্বারা তাকে কষ্ট দিবে না। কিন্তু তা হতে তাকে কিছু দাও এবং যখন ফল ক্রয় করো, তখন তার কাছেও হাদীয়া পাঠিয়ে দাও। আর যদি হাদীয়া না দাও, তখন লুকিয়ে ঘরের মধ্যে নাও এবং তোমার সন্তানেরা যেন তা নিয়ে বাহিরে না যায়, যার কারণে প্রতিবেশীর সন্তানেরা কষ্ট পায়। তোমাদের জানা আছে যে, প্রতিবেশীর হক কী? ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! পরিপূর্ণভাবে প্রতিবেশীর হক আদায়কারীর সংখ্যা কম। তারাই, যাদের উপর **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া রয়েছে।" **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীদের সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি লোকেরা মনে করেছিলো যে, প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। অতঃপর **রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "প্রতিবেশী তিন প্রকার; কারও হক তিনটি, কারও হক দুইটি এবং কারও হক একটি। যে সকল প্রতিবেশী মুসলমান এবং আত্মীয়, তাদের হক তিনটি; প্রতিবেশীর হক, ইসলামের হক এবং আত্মীয়তার হক। মুসলমান প্রতিবেশীর হক দুইটি; প্রতিবেশীর হক এবং ইসলামের হক। আর অমুসলিম প্রতিবেশীর শুধুমাত্র একটি হক আর তা হলো; প্রতিবেশীর হক।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুন ফি ইকরামিল জার, ৭/৮৩-৮৪, হাদীস নং: ৯৫৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ভালোভাবে এটা বুঝতে পারবে যে, প্রতিবেশীর হক আদায় করা, তাদের দেখাশুনা করা, অভাব পূরণ করা, তাদের অন্তর খুশী করা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

www.dawateislami.net

তাদেরকে খুশী রাখা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের কি মর্যাদাময় শিক্ষা রয়েছে যে, যদি বর্তমান মুসলমানগণ সঠিকভাবে এই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত শিক্ষাকে নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং সেগুলো অনুযায়ী আমল করে, তখন সেই দিন দূরে নয় যে, আমাদের সমাজে বাস্তবিক পক্ষে মাদানী পরিবর্তন চলে আসবে, আর সমাজ নিরাপত্তার দূর্গ হয়ে যাবে। কিন্তু আফসোস! যে যেরূপভাবে আমরা প্রিয় নবীর শিক্ষা হতে দূরে সরে যাচ্ছি, অন্যান্য বিষয়াবলির সাথে সাথে এখন প্রতিবেশীর হক আদায় করার বিষয়েও হীনতার গভীর গর্তে পতিত হচ্ছি। একই গলী, মহল্লার মধ্যে বছরের পর বছর অতিবাহিত করার পর নিজের প্রতিবেশীদের পরিচয়, তাদের উপস্থিতি এবং প্রতিবেশীর হক হতে উদাসীনতার এই অবস্থা হয়ে থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন প্রিয় জনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসে আর আমাদের কাছে সেই গলী ও মহল্লার মধ্যে বসবাসকারী তার কোন প্রিয়জনের পরিচয় জানতে চায়, তখন আমরা বগল দিয়ে দেখি এবং মাথা চুলকাই। আমাদের একেবারে খবর থাকে না যে, আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে করা থাকে। তাদের নাম কি, কি কাজ করে, আমরা তো আমাদের নেশায় এমন বিভোর থাকি যে, প্রতিবেশীর মধ্যে মানুষ মারা যায়, কেউ অসুস্থ হয় অথবা কেউ পেরেশানির সম্মুখীন হয়, তখন আমরা সমবেদনা এবং সেবা করা অথবা তাকে সান্তনা দেয়ারও সামর্থ্য নসীব হয় না।

হ্যাঁ! ধনী লোক, বড় ব্যবসায়ী, অফিসার, মন্ত্রীগণ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিশেষ বন্ধুগণ, ভ্রাতাগণ অথবা এমন প্রতিবেশী যাদের দ্বারা আমরা নিজেদের কাজ করাই, আমাদের কাছে তো তারা খুশী এবং পেরেশানি উভয় অবস্থায় আসে অথবা তারা আমাদেরকে তাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে দাওয়াত দিয়ে থাকে। কিন্তু গরীব প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা করা অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা আমরা নিজেদের সম্মানের পরিপন্থী মনে করি। কতিপয় মূর্খ তো এমন অনুভূতিহীন হয়ে থাকে যে, ঘরের মধ্যে উপস্থিত ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, রোগী অথবা বিপদগ্রস্থ ভাইগণ, বোনগণ এমনকি পিতা-মাতাকেও পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে না। তাহলে অনুমান করুন যে, তারা ঘরের বাহিরের প্রতিবেশীদের কি খবর রাখবে এবং তাদের কি হক আদায় করবে। প্রতিবেশীদের হক সমূহের গুরুত্বের অনুমান এই কথা দ্বারা করুন যে, অনেক বুযুর্গ না শুধুমাত্র প্রতিবেশীদের হক আদায় করেছেন বরং অন্যান্য লোকদেরও সেটার উৎসাহ দিয়েছেন। যেমনিভাবে-

প্রতিবেশীদের সাধারণ হক সমূহ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ প্রতিবেশীদের হক সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ۞ প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দিবে, ۞ তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলবে না, ۞ তাদের অবস্থা সমূহ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্ন করবে না, ۞ যখন তারা অসুস্থ হয়, তখন তাদের সেবা করবে, ۞ বিপদের সময় তাদের পেরেশানী দূর করবে, ۞ কঠিন মূহুর্তে তাদের সঙ্গ দিবে, ۞ তাদের খুশীর মধ্যে অংশগ্রহণ করবে, ۞ তাদের ভুল সমূহ ক্ষমা করবে, ۞ নিজের ঘরের ছাদ হতে তাদের ঘরের মধ্যে উকি মেরে দেখবে না, ۞ তাদের দেয়ালের উপর কড়িকাঠ রেখে তাদের ছোট ড্রোন পানি নিক্ষেপ করে এবং তাদের আঙ্গিনায় মাটি ইত্যাদি নিক্ষেপ করে তাদেরকে কষ্ট দিবে না, ۞ তাদের ঘরের রাস্তাকে সংকীর্ণ করবে না, ۞ তারা যা কিছু তাদের ঘরে নিয়ে যায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করবে না, ۞ যদি তাদের কোন ঘটনা ঘটলে তখন তাড়াতাড়ি তাদেরকে সাহায্য করবে, ۞ প্রতিবেশীদের অনুপস্থিতিতে তাদের ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রকাশ করবে না, ۞ তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনবে না, ۞ তাদের (স্ত্রীগণের) সামনে দৃষ্টি নত রাখবে, ۞ তাদের সন্তানদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, ۞ ধর্মীয় এবং দুনিয়াবী যে কোন বিষয়ে যখন তাদের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে (তখন) সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/৭৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী সম্মানিত লোকগণকে **আল্লাহ্ তায়ালা** যেখানে অন্যান্য অনেক উত্তম সৌন্দর্য্য দ্বারা সাজিয়েছেন সেখানে এই আজিমুশ্শান গুণও তাদের বরকতময় স্বভাব সমূহের মধ্যে ছিলো যে, এই হযরতগণ প্রতিবেশীর বিষয়ে অত্যন্ত সর্তক ছিলেন। প্রতিবেশীদের ইসলামের মধ্যে কি মর্যাদা এবং মহত্ব রয়েছে। তাদের হক সমূহ কি কি? তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট সমূহের উত্তরে তাদের সাথে কোন্ ধরণের আচরণ করা উচিত এই হযতরগণ এই সকল বিষয় সমূহ অন্যদের তুলনায় বেশি জানতেন। আমরা তো প্রতিবেশীদের ক্ষতি সাধনকারী এবং ইটের জবাব পাথর দ্বারা দেয়ায় ব্যস্ত। যেখানে এই **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দাগণ সারা জীবন **আল্লাহ্ তায়ালার** হক এবং বান্দার হক সমূহ পালন করার

ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রতিবেশীদের হক সমূহ আদায় করা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার কাজ করে দেখাতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে এই ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের কতিপয় ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনে তা হতে অর্জিত মাদানী ফুলের উপর আমল করার নিয়্যত করি। যেমনিভাবে-

অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেছে!

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, সেই বাড়ির সাথে একেবারে লাগানো একজন অমুসলিমের বাড়ি ছিলো। সে ঘৃণা এবং হিংসায় ছোট নালার মাধ্যমে দূর্গন্ধযুক্ত পানি এবং ময়লা তার মহান ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু তিনি নিরব ছিলেন। অবশেষে একদিন সেই লোকটি নিজেই এসে আরয করলো: জনাব! আমার ছোট নালা দিয়ে যাওয়া অপবিত্রতার কারণে আপনার তো কোন অভিযোগ নেই? তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে বললেন: ছোট নালা দিয়ে যেই দূর্গন্ধযুক্ত ময়লা পতিত হয়, তা ঝাড়ু দিয়ে আমি ধূয়ে ফেলি। সে বললো: আপনার এতো কষ্ট হওয়া সত্ত্বে কোন রাগ আসে না? তিনি বললেন: আসে, তবে তা হজম করে নিই। কেননা, (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪-এ) **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ الۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ وَ الۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰہُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۱۳۴﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ক্রোধ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ **আল্লাহ্**র প্রিয়।

উত্তর শুনে সে অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলো। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা)

আখলাক হো আচ্ছে, মেরা কিরদার হো সুতরা,
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানা-দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পুরো পরিবার মুসলমান হয়ে গেলো

হযরত বায়েজিদ বুস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একজন অমুসলিম প্রতিবেশী সফরে গিয়েছিলো। তার সন্তানগণ ঘরের মধ্যে ছিলো। রাতের বেলায় তার সন্তানগণ কান্না করতো, তিনি (তার স্ত্রীর নিকট) জিজ্ঞাসা করলো: বাচ্চারা কেন কান্না করছে? সে বললো: ঘরের মধ্যে বাতি নেই। বাচ্চারা অন্ধকারের মধ্যে ভয় পাচ্ছে। সেই দিন থেকে তিনি দৈনিক চেরাগের মধ্যে বেশি করে তেল ভর্তি করে চেরাগ জালাতেন এবং তার ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। যখন সেই অমুসলিম সফর থেকে ফিরে আসলো, তখন তার স্ত্রী এই ঘটনা তাকে শুনালো, সেই অমুসলিম বললো: যেই ঘরের মধ্যে বায়েজিদ বুস্তামির চেরাগের (বাতির) আলো এসেছে, সেখানে অন্ধকার কেন থাকবে। তারা সকলে মুসলমান হয়ে গেলো। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৭৩ সারাংশ)**

সাহাল তুস্তারীর প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল তুস্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একজন অমুসলিম প্রতিবেশীর ইস্তিন্‌জাখানার মধ্যে হযরত সাহাল তুস্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘরের দিকে একটি ছিদ্র ছিলো, যা দিয়ে নাপাকী পড়তো। তিনি রাতে সারাদিন পতিত হওয়া মালা একটি কোণায় জমা করে নিতেন। যখন তিনি অসুস্থ হলেন, তখন তিনি তাকে ডেকে এই ঘটনাটি বলেছিলেন এবং ক্ষমাসুন্দর পদ্ধতিতে বললেন: আমার ভয় হচ্ছে যে, (আমার মৃত্যুর পর) আমার উত্তরাধিকারীগণ এই বিষয়টি সহ্য করবে না এবং তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। সে লোকটি তাঁর এতো বড় কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করায় আশ্চার্য্য হলো। সে লোকটি আরয করলো: আপনি এতো দীর্ঘ দিন থেকে আমার সাথে এই ধরণের আচরণ করে আসছেন এবং আমি এখনও কুফুরীর উপর স্থির রয়েছি। আপনার হাত প্রসারিত করুন যেন আমি মুসলমান হয়ে যায়। তিনি হাত বাড়ালেন আর সেই (অমুসলিম সেই সময় কলেমা পড়ে) মুসলমান হয়ে গেলো, এর পরে তাঁর ওফাত হয়ে গেলো। **(কিতাবুল কাবায়ের, ২৫১ পৃষ্ঠা, সারাংশ)**

www.dawateislami.net

৪০টি ঘরের জন্য খরচ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আবু বকর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর প্রতিবেশীর ঘর সমূহের মধ্যে ডানে-বামে এবং সামনে-পিছনে ৪০টি করে ঘরের লোকদের জন্য খরচ করতেন। ঈদের সময় তাদের জন্য কুরবানীর মাংস ও কাপড় পাঠাতেন এবং প্রত্যেক ঈদে ১০০টি গোলাম আজাদ (মুক্ত) করতেন। (আল মুস্তাতরাফ, ১/২৭৬)

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এবং প্রতিবেশীর হক

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর প্রতিবেশীদের অনেক খেয়াল রাখতেন এবং তাদের দেখাশোনা করতেন। যদি কোন প্রতিবেশীর ইন্তেকাল হয়ে যেতো, তখন তার জানাযার সাথে অবশ্যই তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তার দাফনের পর যখন লোকেরা ফিরে আসে, তখন তিনি একাকী তাঁর কাছে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তার জন্য ক্ষমা ও নাজাতের জন্য দোয়া করতেন। আর তার পরিবারের লোকদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে সান্তনা দিতেন।

(মুঈনুল আরওয়াহ, ১৮৮ পৃষ্ঠা, পরিবর্তন সহ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! প্রতিবেশীদের হক সমূহের বিষয়ে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের পদ্ধতি কি পরিমাণ মর্যাদাশীল ছিলো যে, যাদের উত্তম আচরণের বরকত সমূহ না শুধুমাত্র মুসলমান প্রতিবেশীরা পেয়েছিলো। বরং অমুসলিম প্রতিবেশীও তাদের উত্তম আচরণ দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলো, এটা সত্ত্বেও তাদের প্রতিবেশীরা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি করতো না। কিন্তু এই হযরতগণ ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির ধারক হয়ে প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্ট সমূহে সহ্য করতেন, তাদেরকে ঈদের খুশী সমূহে নিজেদের সাথে অংশীদার করে নিতেন। এমনকি ইন্তেকালের পর তার জানাযায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তাদের জন্য ক্ষমার লাভের দোয়া করতেন এবং তাদের পরিবারবর্গকে ধৈর্যের শিক্ষা দিতেন, আর এটাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য। আফসোস! শত আফসোস! বর্তমানে প্রত্যেক লোক নিজেদের হকের জন্য তো আওয়াজ উঁচু করে। কিন্তু নিজেদের প্রতিবেশীদের হকের প্রতি একেবারে খেয়াল করে না। আমরা তো নিজেরা অনেক নেয়ামত দ্বারা সম্পদশালী হই এবং সুস্বাদু খাবার দ্বারা হাত পরিস্কার করি। কিন্তু আমাদের

প্রতিবেশী কোন্ অবস্থায় সময় অতিবাহিত করছে আমাদের সেই ব্যাপারে কোন সহযোগীতা নেই। যদি আমাদের অভাবী প্রতিবেশী আমাদের কাছে কোন কিছু চায়, তখন তাদের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা কৃপণতা করি। অনেক সময় তো অত্যন্ত অপছন্দনীয় আচরণ করে থাকে। অনুরূপভাবে কতিপয় অজ্ঞগণের এই অবস্থা হয় যে, তারা তাদের ময়লা উদাহরণ স্বরূপ ফল এবং সবজির চামড়া, কোরবানীর প্রাণীর রক্ত এবং লেজ অথবা পঁচা মাংস ইত্যাদি নিক্ষেপ করে, দূর্গন্ধযুক্ত পানি ছেড়ে দেয়া, অনুমতি ছাড়া তাদের ঘরে উঁকি দেয়া, বিবাহ অথবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, বাজি ফুটানো অথবা আতশবাজি করা, তাদের ঘর অথবা দোকানের সামনে কোন কারণ ছাড়া বাধা দেয়া, তাদের ঘরের ঘন্টা বাজানো, তাদের সন্তানদেরকে ধমক দেয়া, তাদের সত্ত্বা ও এর সাথে সম্পৃক্ত বস্তু সমূহ উদাহরণ স্বরূপ- কোরবানীর জন্তু, বাড়ি, দোকান অথবা গাড়ি ইত্যাদির মধ্যে দোষ বের করা, তাদের দেয়াল সমূহ পানের ফিক দ্বারা ময়লাযুক্ত করে দেয়া ইত্যাদি বিষয় দ্বারা নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে উত্যক্ত করে এবং তাদের আরাম ও শান্তি বিনষ্ট করে নিজেদের কবর ও পরকালকে ধ্বংস করে দেয় এই ধরণের লোকদের উচিত, তারা প্রতিবেশীদের হক নষ্ট করা এবং তাদেরকে বিরক্ত করা থেকে ভয় করা। কেননা, প্রতিবেশীদেরকে বিরক্ত করার কারণে যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তখন মনে রাখবেন! নামায, রোযা এবং দান-সদকার আধিক্যও জাহান্নামের থেকে বাঁচাতে পারবে না।

আসুন! প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণের উপর **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি; যেমনিভাবে-

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিবেশীদের আঁচল সমূহ ধরবে! অত্যাচারিত প্রতিবেশী আরয করবে: **হে আল্লাহ্!** এর কাছে জিজ্ঞাসা করো! সে আমার উপর তার দরজা সমূহ বন্ধ করে রেখেছিলো এবং নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বস্তু আমার কাছ থেকে বেধে রেখেছিলো।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সাহাবা, বাবুর রাবে ফি হুকুকিন...... শেষ পর্যন্ত, ৫/২৩, ৯ম অংশ, হাদীস নং: ২৪৮৯৪)

www.dawateislami.net

এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অমুক মহিলার আলোচনা, তার নামায, সদকা এবং রোযার আধিক্যের কারণে করা হয়। কিন্তু সে তার মুখ দ্বারা প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তখন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সে জাহান্নামী!" সে আবার আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অমুক মহিলার নামায এবং রোযার স্বল্পতা রয়েছে এবং পনিরের টুকরো সদকা করার কারণে চেনা যায় এবং নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সে জান্নাতী।"

(মুসনদে আহমদ, ৩/৪৪১, হাদীস নং: ৯৬৮১)

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি অমুক গোত্রের মহল্লার মধ্যে বসবাস করি, কিন্তু তাদের মধ্য হতে যে আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় সে আমার সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। তখন **রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক এবং হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين -দেরকে পাঠালেন, তাঁরা মসজিদের দরজার উপর দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, নিশ্চয়ই ৪০টি ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত এবং যাদের ক্ষতি দ্বারা তার প্রতিবেশী ভীত হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মু'জামে কবীর, ১৯/৭৩)

অন্য একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলো, নিশ্চয়ই সে আমাকে কষ্ট দিলো। আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে **আল্লাহ্ তায়ালাকে** কষ্ট দিলো। যে তার প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করলো, সে আমার সাথে ঝগড়া করলো। আর যে আমার সাথে ঝগড়া করলো, নিশ্চয়ই সে **আল্লাহ্ তায়ালার** সাথে ঝগড়া করলো।" (কানযুর উম্মাল, কিতাবুস সাহাবা, ৫/২৫, ৯ম অংশ, হাদীস নং: ২৪৯২২)

"মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়া কি পরিমাণ ধ্বংসশীল যে, প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়ার কারণে বান্দা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের হকদার হয়ে যায়। এ ধরণের ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর**

www.dawateislami.net

প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে। সেজন্য প্রতিবেশীদের প্রত্যেক বিষয়ের খবর রাখুন এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকুন। আর আমলগতভাবে নিজেদের প্রতিবেশীদের সমব্যথী এবং কল্যাণকামী হয়ে যাও। প্রতিবেশীদের হক সমূহ আদায় করা এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণের মানসিকতা বানানোর একটি উত্তম মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে হয়ে যাওয়াও রয়েছে। কেননা, এই পরিবেশের মধ্যে প্রতিবেশীদের হক সমূহ আদায় করার বেশি বেশি মানসিকতা দেয়া হয়। সেজন্য প্রতিবেশীদের হক সমূহ আদায় করা এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য এই মাদানী পরিবেশের সাথে ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যান। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে দৈনন্দিন একটি মাদানী কাজ হলো; "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান"এর মধ্যে পড়া এবং পড়ানোও রয়েছে। যার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে বিনামূল্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআনে পাক পড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন শরীফের শিক্ষা অর্জন করার জন্য এবং এর তিলাওয়াতের বরকত সমূহ সম্পর্কে কি বলবো; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কুরআন শরীফ শিখা, এর অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা এবং এর আশ্চর্যজনক বিষয়ের মধ্যে চিন্তা ও গবেষণা করা নিজেদের উপর আবশ্যক করে নাও। এর মাধ্যমে তোমরা জান্নাতের মধ্যে (উচ্চ) মর্যাদা সমূহ অর্জন করতে পারবে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, আল বাবুস সাবে ফি তিলাওয়াতিল কুরআন ওয়া ফাযায়িলিহি, ১/২৬৬, হাদীস নং: ২৩৬৫)

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে পড়ার একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শুনি এবং মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে পড়ার নিয়্যত করে নিই। যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে জানে তারা অন্যদেরকে কুরআনে করীম পাঠদান করে ইলমে কুরআনকে ব্যাপক করুন। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

এই পরিবেশ নগন্যকে অনন্য করে দিয়েছে দেখুন:

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম: আমার গুনাহ অনেক বেশি ছিলো, তন্মধ্যে **আল্লাহ্**র পানাহ! ভি.সি.আর-এর সিডি সাপ্লাই করা, দৈনিক তিনটি করে ছবি দেখা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে রাত কাটানোও অন্তর্ভূক্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনা করাচীর নয়াবাদ এলাকার এক ইসলামী ভাইয়ের ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে এলাকার মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান) এর মধ্যে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো, আর এরূপভাবে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ পাওয়া গেলো এবং আমি কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

গুনাহগার আও, সিয়া কার আও,
গুনাহো কো দেগা ছুড়া মাদানী মাহুল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে না শুধুমাত্র নিজের বরং অন্যান্যদের সংশোধনের ও উৎসাহ দেয়, নামাযী এবং সুন্নাতের আমলকারী বানিয়ে দেয়। সম্ভবত শুরুতে আমাদের উপরও কারও মাধ্যমে ইনফিরাদী কৌশিশ করা হয়েছে, যার বিনিময়ে আজ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরাও এই মাদানী পরিবেশের বরকত সমূহ অর্জন করছি। তাই অনুরূপভাবে আমাদের উচিত, আমরাও ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যান্য মুসলমানদেরকে বিশেষ করে নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাদেরকেও নামায আদায় করা, সুন্নাতের উপর আমল করা, মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করা, **আল্লাহ্ তায়ালা**র রাস্তায় আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়া, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা সমূহ অধ্যয়ন করার এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদির মতো নেক কাজের মানসিকতা দেয়া। **আল্লাহ্ তায়ালা**র পানাহ! তারা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখলে তখন ভালোবাসা, মুহাব্বত, স্নেহ ও নম্রতার সাথে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করা। প্রতিবেশীদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে নিষেধ করা কতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আসুন! একটি বরকতময় হাদীস শরীফ দ্বারা এর গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করি। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

একদিন **শাহানশাহে নবুয়ত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবা ইরশাদ করছিলেন আর মুসলমানদের কতিপয় দলের প্রশংসা করছিলেন অতঃপর ইরশাদ করলেন: "ঐসব লোকদের কি অবস্থা! যারা নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে বুঝায় না, শিখায় না এবং উপদেশও দেয় না । না নেকীর দাওয়াত দেয়, আর না মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে এবং ঐসব লোকদের কি অবস্থা যারা নিজেদের প্রতিবেশীদের থেকে শিখে না। আর না তাদের থেকে বুঝে নেয় এবং না উপদেশ অনুসন্ধান করে। **আল্লাহ্ তায়ালা**র শপথ! উচিত যে, একটি জাতি তাদের নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে অবশ্যই দ্বীন শিখাবে, বুঝাবে, উপদেশ দিবে এবং নেকীর দাওয়াত দিবে। অনুরূপভাবে অন্য গোত্রের উচিত, তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দ্বীন শিখে নেয়া, বুঝে নেয়া এবং উপদেশ অর্জন করা। আর না হয় তাড়াতাড়ি তাদেরকে এর মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর শরীফ হতে নিচে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان (একজন অপরজনে কাছ থেকে) জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: আপনার ধারণা মতে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সকল লোক দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন? তখন অন্যজন তাঁকে বললেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; আশয়ারী গোত্র। কেননা, তারা ফকীর গোত্র ছিলো এবং তাদের প্রতিবেশী অত্যাচারী বেদুঈন ছিলো।

যখন এ-কথাটি আশয়ারীদের কাছে পৌঁছলো, তখন তারা **রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলো, আর আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি একটি গোত্রের ভালো আর অপর গোত্রের মন্দের আলোচনা করেছেন, আমরা তন্মধ্যে কোন্ প্রকারের গোত্রের মধ্যে রয়েছি? তখন **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "উচিত হচ্ছে; এক গোত্র তার প্রতিবেশীদেরকে অবশ্যই দ্বীন শিখাবে, তাদেরকে বুঝাবে, উপদেশ দিবে, নেকীর দাওয়াত দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অনুরূপভাবে অন্য গোত্রের উচিত, নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট হতে দ্বীন শিখে বুঝে নেয়া এবং তাদের কাছে উপদেশ তালাশ করা, আর না হয় তাড়াতাড়ি দুনিয়ার মধ্যেই এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। তারা দ্বিতীয়বার আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা কি দ্বিতীয় দলকে উপদেশ দিবো? তখন

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথাটি পুনরায় ইরশাদ করলেন। তারা পুনরাই ঐ আরয করলো, তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! ঐ রকমই।" তারা পুনরায় আরয করলো: আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দিন। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে এক বছরের অবকাশ দিলেন, যেন তারা লোকদেরকে দ্বীন শিখায় এবং উপদেশ দেয়।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল ইলম, বাবুন ফি তায়ালীমিন মান লা ইয়ালামু, ১/৪০২, হাদীস নং: ৭৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! প্রতিবেশীদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া, তাদের কাছ থেকে ইলমে দ্বীন শিখা করা, শিখানো, তাদেরকে উপদেশ দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে উপদেশ তালাশ করা কি পরিমাণ গুরুত্ব রাখে যে, স্বয়ং আমাদের **আক্বা ও মাওলা, উভয় জগতের দাতা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জবানে পাক দ্বারা এর জন্য উৎসাহ দিয়ে এটাকে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানগণ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর শিক্ষা সমূহ ভালোমতো বুঝে নেয় এবং এই বিষয়ে কোন প্রকারের অলসতা না করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষার উপর মন এবং প্রাণ দ্বারা আমলকারী ছিলেন। এ কারণে ঐ হযরতগণের গণনা তাদের সময়ের সেই সকল মহান লোকদের মধ্যে ছিলো; যারা নিজেদের প্রতিবেশীদের হক সমূহ সম্পর্কে ভালোমতো অবগত। তাদের উপর অধিক দয়ালু এবং তাদের পরকালীন কল্যাণের জন্য তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার অভ্যাস বিশিষ্ট ছিলেন। আসুন! এ বিষয়ে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনে নিই এবং আন্দোলিত হই। যেমনিভাবে-

নেকীর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে প্রতিবেশী মুসলমান হয়ে গেলো

শামউন নামক একজন অমুসলিম হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতিবেশী ছিলো। যখন তার ইন্তিকালের সময় আসলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার (প্রতিবেশীর) কাছে তাশরীফ নিলেন। কি দেখলেন! তার সারা শরীর আগুনের ধূঁয়ার কারণে কালো হয়ে গিয়েছিলো! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিলেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের আশা দেখিয়েছিলেন। সে লোকটি আরয করলো: আমি তিনটি কারণে ইসলাম হতে দূরে রয়েছি; (১) যখন ইসলাম মতে "দুনিয়া" অনেক খারাপ বস্তু, তাহলে তারপরও তোমরা এটা অর্জন করার জন্য অনুসন্ধান কেন করো? (২) মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও এর জন্য কেন প্রস্তুতি নিচ্ছ না কেন? (৩) তোমাদের কথা অনুযায়ী **আল্লাহ্ তায়ালার** সাক্ষাৎ বড়ই নেয়ামত, তারপরেও তোমরা দুনিয়াতে তার মতের বিপরীত কাজ কেন করছো?

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এই সকল বস্তুর সম্পর্ক-তো আমলের সাথে, আকীদার সাথে নয়। তুমি এটা চিন্তা করো যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ছাড়া অন্যের ইবাদতে সময় নষ্ট করে তোমার কি অর্জিত হয়েছে? মু'মিন চাই যে রকম হোক না কেন, কমপক্ষে **আল্লাহ্ তায়ালার** একত্ববাদ (অর্থাৎ এক হওয়া)কে মান্য করে। দেখো! তুমি ৭০ বছর পর্যন্ত **আল্লাহ্ তায়ালা** ব্যতীত অন্যের ইবাদত করেছো, এটা সত্ত্বেও আমরা দু'জন যদি আগুনের মধ্যে লাপ দিয়ে থাকি, তখন এটা আমরা দু'জনকে সমানভাবে জ্বালিয়ে দিবে। নিশ্চয়ই তোমার গাইরে খোদার ইবাদত করাটা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। হ্যাঁ! আমার মালিক এবং মাওলা **আল্লাহ্ তায়ালার** মধ্যে অবশ্যই এই ক্ষমতা রয়েছে যে, যদি তিনি চান তবে এই আগুন আমাকে বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারবে না। এটা বলে তিনি নিজের হাতের মধ্যে আগুন উঠিয়ে নিলেন, কিন্তু সেই আগুন তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এটা দেখে শামউন বড়ই প্রভাবিত হলো, কিন্তু সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগলো: আমি সত্তর (৭০) বছর গাইরে খোদার ইবাদতের মধ্যে নিযুক্ত ছিলাম, এখন সর্বশেষ কেন মুসলমান হবো? তিনি এটার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ জারী রাখলেন। অবশেষে সে আরয করলো: আমি এই শর্তের উপর মুসলমান হতে পারি যে, আপনি আমাকে এই চুক্তিনামা লিখে দিবেন যে, আমার মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি সেই বিষয়ের আহাদনামা (চুক্তিনামা) লিখে তাকে সৌপর্দ করে দিলেন। কিন্তু সে বললো: এর উপর ন্যায় বিচারক লোকদের সাক্ষীও লিখে দিন। তিনি তার এই চাহিদাটাও পূর্ণ করলেন। এরপর সে মুসলমান হয়ে গেলো আর অসীয়ত করে ছিলেন, আমার

www.dawateislami.net

মৃত্যুর পর আমাকে আপনি নিজেই গোসল দিয়ে "আহাদনামা" আমার হাতে ধরিয়ে দিবেন, যেন হাশরের মাঠে আমার মু'মিন হওয়ার উপর দলীল হয়। এই অসীয়ত করার পর সে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো এবং তার রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে গেলো। তিনি তার অসীয়ত পূর্ণ করেছিলেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, সে অনেক মূল্যবান পোশাক এবং কারুকাজ কৃত মুকুট পরিধান করে জান্নাতের মধ্যে ভ্রমণে ব্যস্ত আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার উপর কি অতিবাহিত হলো? সে আরয করলো: **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে এমন এমন পুরস্কার দ্বারা সজ্জিত করেছেন যে, আমি বলতে পারছি না। তাই এখন আপনার উপর কোন বোঝা নেই এবং এই "আহাদনামা" ফিরিয়ে নিয়ে যান। কেননা, এখন আমার আর এটার প্রয়োজন নেই। যখন জাগ্রত হলেন, তখন সেই আহাদনামা তাঁর হাতের মধ্যে পেয়েছিলেন। তিনি এই সফলতার উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র শুকরিয়া আদায় করেছিলেন। (তাজকিরাতুর আউলিয়া, ১/৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার নেককার বান্দাদের কি শান যে, তারা নেকীর দাওয়াতও দেন এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সহায়তায় কারামাতও দেখিয়ে থাকেন। আর ঈমানের নেয়ামত দিয়ে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দেন। তাই আমাদেরও নিজেদের প্রতিবেশীর চিন্তা রাখা উচিত এবং তাদেরকে নেকীর দাওয়াত হতে বঞ্চিত না করা উচিত। হ্যাঁ! অমুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অনুমতি নেই। কেননা, একজন সাধারণ মানুষ এই মানসিকতা বানাবে না যে, আমি এর সাথে বন্ধুত্ব করে তাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলবো। অবশ্যই যে আলিমে দ্বীন এই অমুসলিমের মতবাদ এবং মন্দ আকীদার খণ্ডন করতে শক্তি রাখে, সে অবশ্যই শরীয়াতের গণ্ডীর মধ্যে থেকে তাকে ইসলামের মধ্যে আনার জন্য তার কাছে নিয়ে আসে এবং তাকে ইসলামের দিকে উৎসাহ দেয় এবং তাদের অভিযোগ সমূহের উত্তর দেয়।

খেলোয়াড়দের সংশোধন করার মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশও আমাদের এই মাদানী চিন্তা-চেতনা দিয়ে থাকে যে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, কারও কোন ক্ষতি করবো না, তাদের প্রাণী সমূহ এবং পাখীদেরও কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থেকে আমাদের জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সুগম করে দিবো। আমরা এই মাদানী চেতনা পাওয়ার জন্য এই মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা বিশ্বে ১০০টিরও অধিক বিভাগে দ্বীনের খেদমতের কাজ করে যাচ্ছে। সে বিভাগ সমূহের মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো; "মজলিশ ইসলাহে বরায়ে খেলাড়িয়া" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো; খেলাধূলার সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা পৌঁছানো এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য; **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে,** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" অনুযায়ী জীবন যাপন করার মাদনী চিন্তাধারা দেয়া। পর্যায়ক্রমে এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের ঘরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে মাদানী দরস (ফয়যানে সুন্নাতের দরস) এবং মাদানী হালকা ইত্যাদির ব্যবস্থা হচ্ছে। এই বিভাগের লোকজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সাথে সাথে মাদানী কাফেলায়ও সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনেক খেলোয়াড় এবং তাদের ঘরের লোকজনদেরকে মাদানী উদ্দেশ্য; **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে,** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" এর চিন্তাধারা দেয়ার চেষ্টা জারী রয়েছে। **আল্লাহ্ তায়ালা** খেলোয়াড়দের সংশোধনের মজলিশকে আরো উন্নতি দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ করম এ্যায়সা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম-মাছী হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

- প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করা, প্রাচীন কাল থেকে লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো।
- প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করার শিক্ষা স্বয়ং **আল্লাহ্ তায়ালা** কুরআনের মধ্যে ইরশাদ করেছেন।
- প্রতিবেশীদের হকের ব্যাপারে অনেক বরকতময় হাদীসের মধ্যে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।
- প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে যদি কোন কষ্ট পাওয়া যায়, তখন আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত।
- যদি আমাদের প্রতিবেশী কোন বিপদের মধ্যে পতিত হয়, তখন আমাদের তাড়াতাড়ি তাদের সমস্যা সমাধান করা উচিত।
- প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণকারী হলো; **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আমলকারী।
- প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণকারী হলো; বুযুর্গানে দ্বীনের আদর্শের উপর জীবন যাপনকারী।
- প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণকারীর উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** দয়ালু হয়ে থাকেন।
- প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণকারী হলো; **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতাকারী।
- প্রতিবেশীর সাথে মন্দ আচরণকারীকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে প্রতিবেশীর হক আদায় করার তাওফিক দান করুক এবং তাদের কোন ধরণের দুঃখ ও কষ্ট দেয়া থেকে আমাদের হিফাযত করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়েনা দার হে,
বস ওহী তু জাহাঁ মে সমজদার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে হাঁচির সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি:

প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী:

❀ "**আল্লাহ্ তায়ালা** হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৬) ❀ যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুক। (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২২৮৪) ❀ হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) ❀ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই। খাযায়ীনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। উত্তম হচ্ছে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। ❀ শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজীব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❀ উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক) ❀ কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহ্বা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা) ❀ হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে, তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা) ❀ হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা, যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) ❀ হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজীব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজীব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা) ❀ উত্তর প্রদান তখন ওয়াজীব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বললে উত্তর প্রদান করতে হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা) ❀ খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবে না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা) ❀ কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে; সবাই উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) দেয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে, তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (প্রাগুক্ত) ❀ নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে, আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না। আর যদি ঐ সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে, তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) ❀ আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি জবাব দেওয়ার নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেন, তবে আপনার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) ❀ কোন কাফিরের হাঁচি আসলো আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে এর উত্তরে يَهْدِيْكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে হিদায়াত দান করুক) বলা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তেরি সুন্নাতু পে চল-কর মেরি রূহ জব নিকাল-কর,
চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে

www.dawateislami.net

গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net